সাতচল্লিশ থেকে ৭০

এবং আগে পরে

তিন পর্ব একত্রে দ্বিতীয় সংস্করণ

ভারতজ্যোতি রায়চৌধুরী

পুনশ্চ

সূচিপত্র

ভূমিকা ১১-১৬

॥ প্রথম পর্ব ॥

বদলী দৌড় ১৯-৫২

দেখা হ'ল না ক্ষিতীশদার সাথে ● বীর বরেনের বীরত্ব ● হিমু, চাঁদু, বিশুদা এবং ডঃ সামন্তর গল্প ● গোয়েন্দা চন্দন ● ওসি বিশ্বনাথ একই স্কুলের সিনিয়র ● এরপর আয়ান রশিদ

পরিক্রমা ৫৩-১৯৬

৪৭-এর ১৪ আগস্ট মধ্যরাতের ব্যান্ডেল স্টেশন ● শেকড় খুঁজতে কুড়ি-তিরিশের বীরভূম ● কংগ্রেস কোনো দল ছিলো না ● বীরভূমে যুগান্তর দল ● তিরিশের বীরভূম ● বীরভূমে সন্ত্রাসবাদী বিপ্লবীদের নতুন ভাবনা ● বীরভূম ষড়যন্ত্র মামলা (১৯৩৪) ● উত্তরাধিকার ● অস্ত্র আইনে দণ্ডিতা প্রথম মহিলা ● সন্ত্রাসবাদী বিপ্লবী ধারায় যুক্ত অন্য মহিলারা ● অন্যান্য সন্ত্রাসবাদী বিপ্লবী সংগঠন এবং আমার কুটির: নতুন ভাবনা ● ৩৮-৩৯ সাল: বীরভূমে রাজনৈতিক আন্দোলনের নতুন বাঁক ● দেশ ও দুনিয়াকে পাল্টাতে ওঁরা নিজেদের পাল্টালেন ● কমিউনিস্ট আন্দোলনের সূচনা ● বীরভূম কৃষক সংগঠন ও কৃষক আন্দোলনের প্রথম যুগ ● মুক্তিপ্রাপ্ত বীরভূম ষড়যন্ত্র মামলার (১৯৩৪) ● দণ্ডিত ও নির্বাসিত ব্যক্তিরা ● হুগলী জেলা কমিউনিস্ট পার্টির প্রথম যুগ এবং মালিহাটির সাগর ● চল্লিশের বীরভূমে তিনটি নতুন রাজনৈতিক দল ● গান্ধীবাদী আন্দোলন : দেশে এবং বীরভূমে ● ১৯১৯-২২-এর অসহযোগ আন্দোলন ● বীরভূমে এই আন্দোলন (১৯১৯-২২) ● ১৯৩০-৩৪-এর আইন অমান্য পর্ব ● বীরভূমে ৩০-৩৪-এর এই আন্দোলন ● ৪২-এর দিকে: দেশ ও দুনিয়া ● 'ভারত ছাড়ো' আন্দোলন ● ৪২-এর বীরভূম ● ৪৫ থেকে ৪৭; শেষ তিনটি বছর ● দেশভাগ, বাংলা ভাগ এবং হিন্দু বাঙালী ● শুরুতে ছিল সংখ্যালঘু সুরক্ষার দাবি ● শেষে বাংলা ভাগের জন্য আন্দোলন ● অয়ন শেষ অয়ন শুরু

॥ দ্বিতীয় পর্ব ॥

কমিউনিস্ট ইস্তাহারের শততম বর্ষ ১৯৯-২০৩

সাগর গ্রেফতার হল আবার ● ১৯৪৩-এর কেন্দ্রীয় কমিটি/পলিটব্যুরো ● ১৯৪৮-এর কেন্দ্রীয় কমিটি/পলিটব্যুরো

কমিউনিস্ট পার্টির প্রথম কংগ্রেস ২০৪-২১৮

করম চাঁদের ছায়ায় পূরণচাঁদ এবং পার্টি ● স্বাভাবিক এবং সাময়িক বিচ্ছিন্নতা ● বিচ্ছিন্নতা কেটে যাচ্ছিলো দ্রুত ● প্রতিকূলতা কাটিয়ে দ্রুত বিস্তার ৪৩ থেকে ৪৫ ● ৪২ সালে কমিউনিস্ট পার্টি ● জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে ন্যাৎসী-ফ্যাসিবাদ বিরোধী সমাবেশ ● বিচ্ছিন্নতা এলো অন্য কারণে

কমিউনিস্ট পার্টির দ্বিতীয় কংগ্রেস ২১৯-২২৫

ছায়া থেকে মুক্তি পেতে বি টি আর এবং পার্টি ● পলিটব্যুরোর উপস্থাপনা কেন্দ্রীয় কমিটির প্রস্তাবনা ● যা বোঝা গেলো ● পি.সি. যোশীর বিবৃতি ● যা দেখা গেলো

দ্বিতীয় বে-আইনি যুগ (মার্চ, ৪৮ - জানুয়ারি, ৫১) ২২৬-২৫০

বিচ্ছিন্নতা মূর্ত হল ৯ মার্চ, ১৯৪৯ ● বিচ্ছিন্নতার দ্বিতীয় প্রদর্শন: ৮ নভেম্বর ১৯৪৯ ● তৃতীয় বিচ্ছিন্নতার প্রদর্শন: ২৬ জানুয়ারি ১৯৫০ ● সেই সময় গ্রামাঞ্চলে যা ঘটছিলো ● কাকদ্বীপ আন্দোলনের শেষ অধ্যায় ● অশোক বোস প্রকাশ রায় হলেন ● রাঙা ডাক্তারের কথা ● ২০ বছর পরে অশোক বোস এবং রাঙা ডাক্তার ● কংসারি হালদার কোথায় গেলেন? ● একটি সম্পাদকীয় পাল্টে দিলো সব কিছু

উদ্বাস্তু পর্ব ২৫১-২৭৩

স্বাধীনতার সওদা ● প্রথম স্রোত: ৪৭-৪৯ ● আবার দাঙ্গা পঞ্চাশে ● উদ্বাস্তু সমস্যার সমাধান প্রচেষ্টা পাঞ্জাব এবং বাংলায় ● পশ্চিমবঙ্গে ৫০-এর দাঙ্গা ● বাম মোড়কে দক্ষিণ বিচ্যুতি ● দেশ ভাগ পার্টি ভাগ উদ্বাস্তু মনন ● কমিউনিস্ট পার্টির উদ্বাস্তুদের মধ্যে প্রবেশ ● ইউ সি আর সি এবং উদ্বাস্তু আন্দোলন ● সর্বহারার বদলে বাস্তুহারা ভিত্তি

তারপর ২৭৪

বীরভূমের সাগর খোকা এখন হুগলীর বৈদ্যবাটীতে

৪৭ চলছিলো ৬৭-র দিকে ২৭৫-৩৪১

স্তালিনের মৃত্যু সংবাদ ● রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড, রোজেনবার্গ দম্পতির মৃত্যুদণ্ড ● ৫৫-৫৯-এর খণ্ড সময় ● সংসারের ছোট্ট খাঁচা এবং সাগর ● সন্ত্রাসবাদ থেকে সাম্যবাদ, সঙ্গে হাঁটছে ব্রাহ্মণ্যবাদী সূত্রধারা ● যেখানেই থাকো, যেমন থাকো, পূজায় চলো গ্রামে ● ৬০-৬৭: আর এক খণ্ড সময় ৫২, ৫৭ এবং ৬২-র ভোট ● সাহিত্যিক সরোজ রায়চৌধুরী ● চীন সীমান্তে যুদ্ধ ● দু-ভাগ হল সি পি আই ● ৬৬-র খাদ্য আন্দোলন ● প্রেসিডেন্সি কলেজের ছাত্র আন্দোলন ● ৬৬-র শেষে বীরভূমে

নকশালবাড়ি: যুগ বিভাজিকা ৩৪২-৩৭০

ঘটনা প্রবাহ ● নকশালবাড়ি আন্দোলনের ইতিহাসে তথ্য প্রমাদ ● সারণী-১ ● তথ্য বিচার ● বীরভূমে বিস্তার: সূচনা পর্ব ● সূচনা পর্ব: রামপুরহাট সূচনা পর্ব: সিউড়ি ● সূচনা পর্ব: বোলপুর ● সূচনা পর্ব: হেতমপুর ● সূচনা পর্বের: আগের কথা

॥ তৃতীয় পর্ব ॥

৬৭-৬৯ : বিদ্রোহ বিকাশ বিস্তার এবং বিরোধ ৩৭৩-৪৩২

● পাল্টে যাওয়া পরিমণ্ডলে বীরভূম ● বর্ধমান প্লেনাম (৬-১২ এপ্রিল, ১৯৬৮) ● এ আই সি. সি. সি. আর. গঠন এবং বিন্যাস ● কেন্দ্রীয় কো-অর্ডিনেশন (সি পি আই এম অভ্যন্তরে) ● ১৩ মার্চ (১৯৬৯)-এর দেশব্রতী ● শ্রীকাকুলাম ● শ্রীকাকুলাম এবং ভমপাটাপু সত্যনারায়ণ ● শ্রীকাকুলাম এবং আদিভাতলা কৈলাশম ● বীরভূম তখন ● দক্ষিণদেশ এবং রামপুরহাট ● ছাপ্পা লাগানোর ঐতিহ্য ● বীরভূমে বেশি-বাম ধারায় প্রথম ষড়যন্ত্র মূলক

কাজ ● আর্থ সামাজিক অবস্থান ● বীরভূমে কাজের ধারা তখন ● পান্নালাল দাশগুপ্তের সঙ্গে বিতর্ক ● পান্নাবাবুর সঙ্গে একই বাসে সিউড়ি ● বীরভূমে তখনকার রাস্তা এবং পরিবহন ● কুতুবপুরে কাজের ধারা ● রূপপুরের কাজকর্ম ● মলুটির গ্রামাঞ্চলে ● ৬৮-৮৯-এ পশ্চিমবঙ্গে বেশি-বাম আন্দোলনের প্রকাশগুলি ● বেশি-বাম ভাবাদর্শে কোনো কেন্দ্রীয় ছাত্র সংগঠন গড়ে উঠলো না ● দেশব্রতী আরও জানায় ●৬৯-এর মার্চে নকশালবাড়ি গেলাম ● সি পি আই (এম. এল) তৈরি হল ● এ. আই. সি. সি. সি. আর.-এর ২২ এপ্রিল ঘোষণা ● কানু সান্যালের রাজনৈতিক জীবনের চমৎকারিত্ব ● তখনো কিন্তু সঠিক অর্থে পার্টি তৈরি হয়নি ● রাজনৈতিক এবং সাংগঠনিক দলিল থেকে ● পার্টি ঘোষণার পরের দিনই ● মে মাসের ভরদুপুরে একদিন ● প্রথম মিটিংয়েই বিচ্ছেদ ● বীরভূমে বেশি বাম আন্দোলনে দ্বিতীয় ষড়যন্ত্রমূলক কাজ ‘মধ্যপন্থা দিয়ে চরমপন্থাকে আটকানো যায় না ● রামপুরহাটে বেশি বাম যুব-ছাত্রদের নেতৃত্বে শেষ গণ আন্দোলন ● গ্রামে চলো ● একটি উদাহরণ ● দুটি কেন্দ্র (জুলাই, ১৯৬৯—মার্চ, ১৯৭০) ● অন্য কথায় যাবার আগে

নকশালবাড়ি আন্দোলন এবং শেষ ষাটের বিস্তৃতি ৪৩৩-৪৫২

● অন্ধ্র ● অন্যান্য রাজ্য ● মুশাহারি ● ডেবরা-গোপীবল্লভপুর ● বীরভূম

সত্তর এলো বীরভূমে ৪৫৩-৪৭২

● সাতচল্লিশ পৌছে গেলো সত্তরে ● সাংগঠনিক বাতাবরণ ● সি পি আই (এম-এল) কেন্দ্রীয় কমিটি ● সি পি আই (এম-এল) পলিটব্যুরো ● যোগ দিলাম সি পি আই (এম-এল) -এ ● কংগ্রেস এবং কর্তৃত্ব ‘ব্রাহ্মণ্যবাদী সমর কৌশল ● পার্টি কংগ্রেসে উত্থাপিত কর্তৃত্ব প্রসঙ্গে আরও কিছু কথা ● ৭০-এর মার্চের পর ● নতুন গ্রামে নতুন ধারায় ● যোগাযোগটা ইন্দ্রগাছার সাধু মণ্ডলের ● শুরু হল কাজ ● সাঁওতাল জনগণের প্রথম বিয়ে ● কটা সোরেণের যৌন জীবন ● চুড়োর ঘরে শারজম সকাম চুটি ● নিজেকে অধিকতর সভ্য ভাবার আহম্মুকি ● দ্রুত পাল্টে যাচ্ছিলো রাজনৈতিক বাতাবরণ ● ৭০-এর শহরাঞ্চল ● শুকতারা ধূমকেতু এবং পুলিশ

৭০ এবং সি পি আই (এম-এল) ৪৭৩-৪৮৮

● পার্টি কংগ্রেসের আগে এবং কংগ্রেসে ● পার্টি কংগ্রেসের পর ● দুটি প্রচার পত্র ● সি পি আই (এম-এল)-এর ● আই. জি. (পুলিশ)-এর ● পুলিশের পুরানো কৌশল কাজে লাগলো না ● এলো নতুন কৌশল ● বারাসত গণহত্যা ● আমার অনুরোধ মানুষের কাছে ● বেলেঘাটার প্রথম গণহত্যা ● জেল হত্যা শুরু হল

বীরভূম—৭১: প্রথম পর্যায় ৪৮৯-৫০৮

● বাতাবরণ ● বীরভূম গ্রাহ্যই করলো না ● সি পি আই (এম-এল)-এর খতম অভিযান ● পুলিশ এবং সশস্ত্র বাহিনীর উপর আক্রমণ ● বন্দুক দখল ● অগ্নি সংযোগ ও অন্যান্য হিংসাশ্রয়ী ঘটনা ● চারটি তালিকা এবং দু-একটি কথা ● বীরভূম ৭১-এর ভোট ● সেনা বাহিনী এবং বীরভূম-৭১ ● স্টীপলচেজ বীরভূমে সেনা এবং সহসেনা সংখ্যা ● বাহিনীর দায়িত্ব বণ্টন ● ঘেরাও দমন পদ্ধতি ● ঘেরাও দমনে অভিপ্রেত ফল পাওয়া গেলো না

কলকাতা ও অন্যত্র—৭১ ৫০৯-৫২৫

● বেলেঘাটা ২য় গণহত্যা ● কোন্নগরের গণহত্যা ● বরানগর-কাশীপুর গণহত্যা ● হাওড়া গণহত্যা ● অন্যান্য পুলিশী হত্যা ● সরোজ দত্তর গ্রেফতার এবং হত্যা ● লক আপে পুলিশী বলাৎকার ● সেই বিবৃতিটি এবং ভয়ঙ্কর কথাগুলি ● জেল সংঘর্ষ ● জেল লাইন ● জেল হত্যা

বীরভূম—৭১ : দ্বিতীয় পর্যায় ৫২৬-৫৪৫

● যীশুকে পেলাম যীশু ভজনালয়ে ● রবীন সিং-এর যীশু ভজনালয় ● রবীন সিং-এর সঙ্গে বিচ্ছেদ ● আমোদপুরের বিজলী বীরবংশী ● সিউড়ির ডাঙ্গালপাড়ার শুনুদা ● যতীনদা এবং কালীদা ● বিশ্বনাথ চক্রবর্তী এবং বিল্টু ● বিল্টুর ঘরে ৭১-এর একদিন রাতে ● বিপ্লবী যুদ্ধ শুধুই বোমা-বন্দুক নির্ভর নয় ● খাঁদু শর ● এখন ফিরোজ শেখ ● দুটি বিশ্বাসযোগ্য অনুমান ● বীরভূমের মাটিতে 'উড্ বি ফট টু দি ফিনিশ'-এর তোড়জোড় ● এস পি অমিয় সামন্তর ক্রেডেনশিয়াল ● বীরভূমে রাষ্ট্রীয় প্রস্তুতি শেষ; এবার প্রয়োগ

পুলিশ এবং পুলিশের মদতে 'নকশাল' হত্যার খতিয়ান ৫৪৬-৫৬৫

● তালিকাটি সম্পর্কে কিছু কথা ● ৭১-এ যাঁরা প্রাণ দিলেন, তাঁদের সামাজিক অবস্থান ● ৪টি সারণী ● আন্দোলনে অংশগ্রহণকারীদের সামাজিক অবস্থান ● ৫টি সারণী ● তথ্যের সূত্রে কিছু কথা

প্রয়োজনীয় কিছু কথা ৫৬৬-৫৭২

● শেষ করার আগে ● শেষ আর সি বৈঠকের জন্য যাত্রা ● শেষ আর সি শুরু হবার আগে ● বৈঠক শুরু হ'ল ● পঃবঃ বিহার সীমান্ত আঞ্চলিক কমিটির দ্বিতীয় দলিল

বাকি ইতিহাস

সেদিন যাঁরা শহীদ, —তাঁদের কিছু ছবি / ৫৭৩

নামের পূর্ণাঙ্গ রূপ / ৫৭৬

অপ্রচলিত শব্দের অর্থ / ৫৭৭

পরিশিষ্ট—১ / ৫৭৯

পরিশিষ্ট—২ / ৫৯৯

নামের নির্দেশিকা / ৬০১

ঋণ স্বীকার / ৬৪২

দ্বিতীয় সংস্করণের ভূমিকা

বইটির সরবরাহ বর্তমানে নিঃশেষিত হওয়ায়, দ্বিতীয় সংস্করণের প্রয়োজন। নতুন সংস্করণের সময় এটা উল্লেখের দাবি রাখে যে, বইটি পুস্তক বাজারে যখন অবধি ছিল, —তখন পৃথক পৃথক ভাবে তিনটি খণ্ড এবং একত্রে তিন খণ্ড একই সময়ে পাওয়া গিয়েছিল বহুদিন। এটা সচরাচর ঘটে না। বর্তমানে পৃথক পৃথক ভাবে মুদ্রিত খণ্ডগুলি এবং তিনখণ্ড একত্রে, সবই শেষ। বন্ধুরা বলছে আমার নাকি আনন্দিত হবার কথা। কিন্তু আমার আনন্দের থেকে দুঃখই হচ্ছে বেশি এই কারণে যে, গত সাত/আট মাস পাঠকের দাবি মেনে পুস্তক সরবরাহ করা যায়নি।

বইটি আরও কিছু কথা উল্লেখের দাবি রাখে। একটি কথা সর্বাগ্রে বলা দরকার যে, বাজার যখন 'নকশালবাড়ি' নামটিকে বিক্রয়যোগ্য পণ্যে পরিণত করার কাজে ব্যাপৃত এবং সুযোগ থাকলে কোনো পুস্তকে নকশালবাড়ি সম্পর্কে যথেষ্ট মনোনিবেশ, মূল্যায়ন, গভীরতা এবং পাঠ না থাকলেও, —পুস্তক প্রচ্ছদে নকশালবাড়ির নাম কোনো না কোনো ভাবে যুক্ত করা হয়; তখন বর্তমান বইটিতে সচেতন ভাবেই এটি করা হয়নি। তা সত্ত্বেও বইটি নকশালবাড়ি, নকশালবাদী আন্দোলনের দার্শনিক ভিত্তি এবং তথ্যসমূহ জানতে আগ্রহী পাঠকদের কাছে সমাদৃত হয়েছে।

আরও কথা এই যে, শেষ ষাট বা প্রথম সত্তরের বেশির ভাগ নকশালবাদী কর্মী এবং সংগঠকদের কাছে এটা অজানা ছিল : নকশালবাড়ি কোথা থেকে এলো! বর্তমানেও জানার আগ্রহ যথেষ্ট থাকলেও জানার সুযোগ যথেষ্ট নেই। বস্তুত/প্রাক সাতচল্লিশের স্বাধীনতার জন্য আন্দোলন থেকে নকশালবাদী আন্দোলন, —গান্ধীবাদ, সন্ত্রাসবাদ, সাম্যবাদ, সমাজতান্ত্রিক আন্দোলন, কমিউনিস্ট আন্দোলন এবং তার ধারা সমূহ; সেখান থেকে উদারতাবাদী বামপন্থা এবং তার বিরুদ্ধে বেশি বাম বিদ্রোহ, —দুই মলাটের মধ্যে বাংলায় এখান পর্যন্ত আর নেই। অন্যভাষার খবর আমার জানা নেই।

এছাড়া, এ পর্যন্ত নকশালবাদী আন্দোলনের ইতিহাসের ওপর অনেক পুস্তক প্রকাশিত হয়েছে, যার অনেকগুলিই যথেষ্ট ভালো বই অবশ্যই, কিন্তু ঘটনা পরিক্রমায় প্রচুর ভালো তথ্য, তারিখ এবং স্ববিরোধিতা বর্তমান। ইতিহাস লিখবে গেলে, তথ্য এবং তারিখ সম্পর্কে লেখক সমাজের যথেষ্ট সতর্ক থাকা দরকার; অন্যথায় পরবর্তী প্রজন্মের হাত ধরে, ভুলগুলি চলতেই থাকবে। এই কারণে বর্তমান পুস্তকে দুটি পরিচ্ছেদ : এক— "নকশালবাড়ি আন্দোলনের ইতিহাসে তথ্যপ্রমাদ" এবং দুই—"তথ্য বিকার" যুক্ত করা হয়েছে ভুলগুলি সংশোধন করে দেবার জন্য (২য় পর্বের শেষে)।

নকশালবাদী আন্দোলনের সূচনা, গভীরতা এবং ব্যাপ্তি বুঝবার জন্য সমগ্র আন্দোলনের মধ্য থেকে একটি বিশেষ অঞ্চল কে (এক্ষেত্রে বীরভূম) বেছে নিয়ে শহিদ এবং কর্মী-সংগঠকদের শ্রেণি অবস্থান, জাতি-ধর্ম-বর্ণভিত্তিক অবস্থান, পড়াশোনা, বয়স এবং লিঙ্গ ভিত্তিক অংশগ্রহনের ওপর একটি সমীক্ষা চালানো হয়। বীরভূমে মোট ৫৪ জন শহিদ হয়েছেন। ৫৩ জনের ওপর এবং

আন্দোলনে অংশগ্রহনকারী প্রায় দ্বিসহস্রাধিক কর্মী এবং সংগঠকদের মধ্যে থেকে ২৭০ জনের ওপর এই সমীক্ষা চালানো হয়। সকলের নাম, পিতার নাম এবং ঠিকানা নথিভুক্ত করা হয়েছে। এ ব্যাপারে ৯টি সারণী দেওয়া হয়েছে (৩য় পর্বের শেষে)। এটি একটি ক্ষুদ্র কিন্তু প্রয়োজনীয় প্রচেষ্টা। আর, বীরভূমের যে শহিদদের ওপর সমীক্ষা করা হয়েছে, —তাঁদের ১৪ জনের ফটো প্রকাশ করা হয়েছে। অন্যদের ফটো পাওয়া যায়নি।

বইটি সম্পর্কে বিস্তারিত আলোকপাত প্রথম পর্বের ভূমিকাতেই করা হয়েছে। এখন শুধু দু-একটি খবর, যা আমাকে খুশি করেছে, তা জানিয়ে শেষ করবো। বিগত বছরগুলিতে বহুপাঠক প্রত্যক্ষভাবে যোগাযোগ করেছেন, উৎসাহিত করেছেন এবং পরবর্তী কাজ সম্পর্কে খোঁজ নিয়েছেন। বাংলাদেশ থেকে সংস্কৃতি পত্রিকা তাঁদের নিজস্ব উদ্যোগে এখানম থেকে বই নিয়ে গিয়েছেন। এ পি ডি আর মারফত জেলের ভেতরে থাকা নকশাল বন্ধুরা আরও কিছু বই চেয়ে পাঠিয়েছেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসের ছাত্রদের বইটি সম্পর্কে আগ্রহ এবং সূত্র সহায়িকা হিসাবে ব্যবহারের খবর এসেছে। আমি খুশি।

ভারতজ্যোতি রায়চৌধুরী
৭ নভেম্বর, ২০১৭

প্রথম সংস্করণের ভূমিকা

বিষয় ইতিহাস। লেখা হয়েছে আখ্যানের ঘরানায়। লক্ষ্য রাখা হয়েছে আখ্যান যেন দলিল দ্বারা সমর্থিত হয়, বা দলিল যেন আখ্যানের ভঙ্গিতে প্রকাশিত হয়। তথ্যবিহীন প্রতিবেদন কল্পকথার কাছাকাছি; আর শুধুমাত্র তথ্যের সমাহার সেরেস্তাখানার সামগ্রী। বিদগ্ধজনেরা হয়ত শুধু তথ্য দিয়েই একটা যুগকে ধরতে পারেন, কিন্তু আমরা সাধারণ মানুষ তথ্যের জন্মবৃত্তান্ত না বুঝলে, তথ্যটাই বুঝতে পারি না। একটা যুগকে বুঝতে তথ্য অবশ্যই জরুরি; কিন্তু মনে রাখতে হবে যে, তথ্য জন্ম দেয় না যুগের,—বরং উল্টোটাই স্বতঃসিদ্ধ।

ইতিহাস—রাজনৈতিক আন্দোলনের, রাজনৈতিক দলের নয়। রাজনৈতিক আন্দোলনই জন্ম দেয় রাজনৈতিক দলের এবং রাজনৈতিক দল আবার প্রভাবিত করে বিভিন্ন ধারার রাজনৈতিক আন্দোলনকে নানাভাবে। বস্তুত ইতিহাসের গতিপথ রাজনৈতিক অন্দোলন নির্ভর। চলমান সময়ের একটি বিশেষ অংশকেই ফ্রেমে বন্দি করা যায় এবং এক্ষেত্রে সেটা ১৮৮৫-১৯৭৩; কিন্তু তার আগের এবং পরের ইতিহাস ও রাজনৈতিক আন্দোলন নির্ভর।

রাজনৈতিক আন্দোলন কিন্তু রাজনৈতিক দল বা তার কর্মী নির্ভর নয়। আমাদের দেশে এবং গোটা দুনিয়ায় অনেক বড়ো বড়ো রাজনৈতিক আন্দোলন সংঘটিত হয়েছে কোনো রাজনৈতিক দল জন্ম নেবার আগেই। বস্তুত ওইসব ক্ষেত্রে কোনো রাজনৈতিক দল, আন্দোলনের জন্ম দেয়নি উল্টোটা হয়েছে। আন্দোলনের মধ্য দিয়ে আন্দোলনকারিরা দলের প্রয়োজনীয়তা উলপব্ধি করেছেন এবং দল তৈরি করেছেন। দল আবার এই আন্দোলনকে নতুন গতি দিয়েছে। দল তৈরি হবার পর, আন্দোলনকারী জনগণ এবং দলীয় নেতৃত্বের মধ্যে এক নতুন দ্বন্দ্বও জন্ম নিয়েছে। এই সমস্ত ব্যাপারটা ঘটেছে সমাজের ক্রমবিকাশের স্বাভাবিক নিয়মে। অন্য সবকিছু বাদ দিলেও ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের শুরু কোনো রাজনৈতিক দল ছাড়াই এবং স্বাধীনতার যুদ্ধই জন্ম দিয়েছে জাতীয় কংগ্রেসসহ অনেক দলের। সেইসব দলের কথা যতটা সম্ভব বিস্তারিতভাবেই বলা হয়েছে এই বই-এর প্রথম পর্বে এবং দ্বিতীয় পর্বে।

এতসব কথা লিখবো বলে বইটি লেখা শুরু হয়নি। শুরুতে বাসনা ছিল সত্তরের ঝোড়ো হাওয়ার দিনগুলিকে চিত্রায়িত করা নয়, নথিভুক্ত করা। শুরুও হয়েছিল সেই মতোই। গোল বাধালো বকরূপী ধর্ম,—এক্ষেত্রে কলম। সত্তর কোথা থেকে এলো, সে প্রশ্নের উত্তর তার চাই। উত্তর খুঁজতে পিছনে হাঁটা, উত্তর খুঁজতেই প্রথম এবং দ্বিতীয় পর্ব শেষ। উত্তর ঠিক হোক বা ভুল, প্রশ্নকর্তার সম্মানে যথাসাধ্য প্রচেষ্টা সামনে যাবার ছাড়পত্র আদায় করেছে এবং তৃতীয় পর্ব তাই শুধুই সত্তরের কথা বলেছে।

বইটি লেখার সময়, বন্ধু, পাঠক এবং পরিচিত মহল থেকে দুটি চিন্তা আমার কাছে পৌঁছেছে। একদল, প্রথম দুটি পর্বের লেখা বন্ধ রেখে, তাড়াতাড়ি তৃতীয় পর্বে চলে আসতে তাগাদা দিচ্ছিলেন এবং অন্যদল, তৃতীয় পর্ব নিয়ে কিছু লিখতে যাওয়া পণ্ডশ্রম মনে করছিলেন। কোন দলে কারা আছেন, সবাই বুঝবেন। আমার কলম বলছিল : সত্তরকে ইতিহাসের পাতা থেকে ছিড়ে দেখার

বাসনা, অলস সময়ের ক্ষণেক আগুন পোহানোর অভিলাষ যুক্ত। আর, সত্তরকে দূরে রাখার সচেতন প্রয়াস ভণ্ড মননশীলতার পণ্ড প্রচেষ্টা মাত্র।

এই কারণেই এ লেখা ১৯৭৩-এর শেষে শুরু হয়ে, ১৮৮৫ পর্যন্ত পিছনে হেঁটেছে এবং ১৮৮৫ থেকে ১৯৭২-এর মাঝামাঝি এসে শঙ্খিল বৃত্তরূপে থেমেছে। প্রথম পর্ব থেমেছে ১৯৪৭-এ, দ্বিতীয় পর্ব ১৯৬৭ তে এবং তৃতীয় পর্ব ১৯৭২ এর মাঝামাঝি। এই পুরো পথটায় আন্দোলনগুলির উত্থান-পতন, রাষ্ট্রের বিরোধ এবং সংযোজন (কো-অপশন),—এবং একই আন্দোলনের পুনরাবৃত্তিগুলি দেখার চেষ্টা করা হয়েছে। রাজনৈতিক আন্দোলনের বিভিন্ন ধারা,—গান্ধিবাদী, সন্ত্রাসবাদী এবং কমিউনিস্ট আন্দোলনের বিভিন্ন শাখা হয়ে, উদারতাবাদী, বারোদুয়ারি বামপন্থা এবং তার বিরুদ্ধে একবগ্‌গা বেশি বাম বিদ্রোহ এলেখার যাত্রাপথ।

প্রথম পর্ব এবং দ্বিতীয় পর্বের মতো দুটি বই ৬৭তে আমাদের দরকার ছিল। পাইনি। পেলে, পরিশ্রমী পর্যবেক্ষণ নয়, সাধারণ দৃষ্টি নিক্ষেপেই ধরা পড়ত : ৪৮-৫০ এবং ৬৭-৭২-এর ঘোষিত কর্মসূচি সম্পূর্ণ আলাদা হওয়া সত্ত্বেও, রণকৌশল একই ছিল এবং কর্মসূচি আলাদা হওয়া সত্ত্বেও মতাদর্শর মিল ছিল। বিজ্ঞজনেরা বলেন : কেন। ইতিহাসটা তো সবারই জানা! হ্যাঁ। গন্ধমাদন ছিলই, বিশল্যকরণীর সন্ধান পাইনি আমরা। আধেয় ছিল চতুর্দিকে ছড়িয়ে ছিটিয়ে, আধারিত হয়নি সেটা দায় এবং দায়িত্বসহ। তথ্যগুলি সূত্রবদ্ধ হয়নি। এটা বোঝা দরকার যে, প্রথম এবং দ্বিতীয় পর্ব, তৃতীয় পর্বেই দাবি মেনে লেখা। এটাও বোঝা দরকার যে, প্রথম এবং দ্বিতীয় পর্বের প্রতি মনোযোগ না দিয়ে, তৃতীয় পর্ব অনুধাবন করা যায়না।

রাজনৈতিক আন্দোলনের পেরিয়ে আসা পথের ইতিহাস, চলতে থাকা রাজনৈতিক আন্দোলনের কর্মীদেরকেই তৈরি করে নিতে হয় সততা এবং নিষ্ঠার সঙ্গে তথ্য এবং সূত্রসহ। কেননা, প্রয়োজনটা তাদেরই সব থেকে বেশি। ইতিহাস হল পেরিয়ে আসা আন্দোলনের পথচিত্র; যার মধ্যেই থেকে যায় পরবর্তী যাত্রাপথের খসড়া রেখাচিত্র। এই প্রয়োজনবোধ থেকেই সত্তরকে দশ দিক থেকে দেখা দরকার। কাজটা বেশ কঠিন, কিন্তু অসম্ভব নয়। ভুল ভ্রান্তি হতেই পারে, কিন্তু নিরসন ও সম্ভব। ব্যক্তিগত ভাবপ্রবণতা, যুক্তিবোধকে আচ্ছন্ন করতে আসতে পারে—কিন্তু বিপ্লবের প্রতি দায়িত্ববোধ থেকে তা সরিয়ে রাখা সম্ভব। ৭০-এর আন্দোলন নিয়ে লেখা তৃতীয় পর্ব তাই রোমাঞ্চরঞ্জিত, রোমন্থন যুক্ত, স্মৃতি বিধুরিত, মুখোস বিলাসের চিত্রায়ণ নয়। একটি প্রজন্মের অসমাপ্ত বিপ্লবের পথচিত্র তৈরির চেষ্টা।

বীরভূমে ইতিহাস চর্চা করেন যাঁরা, তাঁরা ৭০-এর আন্দোলন নিয়ে কিছু লেখার কথা ভাবেন না। কারণ তাঁরা মনে করেন ৭০-এর আন্দোলন ভুল এবং এই ভুল নিয়ে লেখা পণ্ডশ্রম। এই পণ্ডশ্রম-এর ধারণা থেকেই ৪৮-৫০ যথেষ্ট উন্মোচিত হয়নি। ইতিহাসবিদরা করেননি পণ্ডশ্রম হবে বলে আর রাজনৈতিক কর্মীরা করেননি ওই আন্দোলনের প্রতি মমতাবোধ থেকে; এই অনীহা ৬৭-৭২-এ ৪৮-৫০ কে পুনরাবৃত্ত করার অন্যতম কারণ। এ ব্যাপারে আমার জানার জগতে দুটি বই ব্যতিক্রমী। একটি উপন্যাস এবং একটি ইতিহাস। উপন্যাসটি ৪৮-৫০-এ যুক্ত থাকা রাজনৈতিক কর্মী সাবিত্রী রায়ের লেখা 'স্বরলিপি' এবং ইতিহাসটি অমলেন্দু সেনগুপ্তের উত্তাল চল্লিশ/অসমাপ্ত বিপ্লব।

ভুলের কথা লিখব না বললে, ইতিহাস লেখাই যাবে না। কারণ, ১৮৫৫-র সাঁওতাল বিদ্রোহ

ভুল, ১৮৫৭-র সিপাহী বিদ্রোহ ভুল, গান্ধিবাদী আন্দোলন ভুল, সন্ত্রাসবাদী আন্দোলন ভুল, এতদিনকার কমিউনিস্ট আন্দোলন ভুল, স্বাধীনতা আন্দোলন ভুল, স্বাধীনতা প্রাপ্তি ভুল। সুপ্রকাশ রায়ের ভারতের কৃষক বিদ্রোহ এবং গণতান্ত্রিক সংগ্রাম বইটি ভুলের ইতিহাস। ভুলের ইতিহাস লিখব না বললে রবীন্দ্রনাথের কবিতা 'সাধারণ মেয়ে'-র মালতীর মতো বলতে হবে : তুমি যার কথা লিখবে, তাকে জিতিয়ে দিও আমার হয়ে—।'

কোনো বিদ্রোহই ভুল নয়। ভুল তার শত্রু নির্বাচনে, বন্ধু স্থিরীকরণে, কর্মকৌশলে এবং সময় নির্বাচনে। ভুল তার ব্যাপক সাধারণের সঙ্গে সম্পর্ক অটুট রাখার প্রচেষ্টায়। ভুল থেকে শিক্ষা নিয়েই আমরা ভুল এড়াবো এবং সঠিক লক্ষ্যে পৌঁছাবো একদিন,— যদি আদৌ সম্পূর্ণ সঠিক বলে কিছু থাকে।

এখন 'প্রেক্ষাপটে বীরভূম' সম্পর্কে দু-একটি কথা। প্রেক্ষাপট বলতে রাজনৈতিক আন্দোলনের নমুনা সমীক্ষার বিশেষ স্থান হিসাবে বীরভূমকে দেখা হয়েছে। তিনটি পর্ব মিলে একটি বই আর বইটির কেন্দ্রে বীরভূম। এই কেন্দ্র ঘিরেই পরিক্রমা। তাই কলম যখন দিল্লি, বোম্বাই, পাটনা, গয়া, লক্ষ্ণৌ, আমেদাবাদ, নাগপুর, অমৃতসর, মাদ্রাজ, কলকাতায় ঘুরছে,—অন্ধ্র, কেরালা, তামিলনাড়ু। ওড়িষা, ত্রিপুরা, অসম, পাঞ্জাব, জম্মু-কাশ্মীর, বিহার পশ্চিমবঙ্গের কথা লিখছে,—ঢাকা, করাচী, লাহোর, ব্রহ্মদেশ, মালয়েশিয়া, ইন্দোনেশিয়া, রাশিয়া, আরব, জার্মান, স্পেনের কথা বলছে, —বা, লণ্ডন, বার্লিন, কাবুল, টোকিও, ওয়াশিংটন ডি.সি.-র কথা আনছে,—তখনও তারা আছে তার, ফিরতে হবে বীরভূমে। যতদূরেই সে যাক, বা যত পিছনেই সে হাঁটুক,—ফিরে এসেছে বীরভূমে : 'সাতকল্লি থেকে সত্তর এবং আগে পরের পাঠ নিতে।

"দুরে গিয়েছি/দূরে থাকিনি/ফিরে এসেছি দ্যাখো।/
কাছে থাকবো/দুরে গেলেও/কাছে থাকবো/দুরে গেলেও।
ফিরে এসেছি দ্যাখো।"

এবার লিখন ভঙ্গিমার কথা। প্রথমত সর্বত্র কালের ক্রম মেনে লেখা নয় এই বই। পাঠককে শ্রম করে ক্রম মিলিয়ে নিতে হবে। অর্থাৎ, পাঠের সময় পাঠককেও লিখতে হবে মনে মনে এবং পাঠশেষে বইটা আর শুধু লেখকের থাকবে না, পাঠকেরও হয়ে উঠবে। ক্রম মানা হয়নি এই কারণে যে, চলমান আন্দোলনের মূল স্রোতের মূল ঘটনার কথা মনে রাখতে বা বুঝতে, তার আশেপাশে যা ঘটছিল, তার কিছুদিন আগে যা ঘটেছে, বা কিছুদিন পরে যা ঘটবে, সেগুলিও দেখে নেওয়া হয়েছে। এগিয়ে পিছিয়ে। অঙ্ক এবং স্থানাঙ্ক মিলিয়ে স্থান এবং তারিখ দেখা এবং সেইসঙ্গে সমান্তরাল স্রোতগুলির সঙ্গে পরিচিত হওয়া। মনে রাখতে হবে সব ঘটনাই অতীতের।

দ্বিতীয়ত রাজনৈতিক আন্দোলন যেহেতু শুধুমাত্র রাজনৈতিক কর্মীদের নয়, তাই রাজনৈতিক আন্দোলনের মূল ধারার পাশে পাশে চলতে থাকা মানুষের অসংখ্য ছোটো বড়ো সংগ্রাম,—সামাজিক মানুষের জীবনযাত্রা, চিন্তা এবং মননকেও দেখার চেষ্টা করা হয়েছে।

এখন শেষ করার আগে একটি ব্যাপারে ত্রুটি স্বীকার করা দরকার এবং ত্রুটি সংশোধিত হল, সেটাও জানানো প্রয়োজন। প্রথম এবং দ্বিতীয় পর্ব যখন পৃথক পৃথকভাবে প্রকাশ করা হয়েছিল, তখন রাজনৈতিক কর্মীদের নামের ক্ষেত্রে প্রথম পর্বে দুটি এবং দ্বিতীয় পর্বে দুটি নামের ভুল উল্লেখ হয়েছিল। রাজনৈতিক আন্দোলনের ইতিহাসে রাজনৈতিক কর্মীদের নামের ভুল থাকা

অবশ্যই অপরাধ। আমি লজ্জিত। সঠিক নামগুলি জানাচ্ছি এবং ভুল নামগুলির উল্লেখ করছি।

প্রথম পর্বে বীরভূম ষড়যন্ত্র মামলায় অভিযুক্ত যে ৪২ জনের নামের তালিকা দেওয়া হয়েছিল, তার ৩১ নম্বর নামটি হবে শচীন্দ্রনাথ ব্যানার্জী। শচীপদ ব্যানার্জী নয়।

ওই পর্বেই 'বীরভূমের সন্ত্রাসবাদী বিপ্লবী ধারার সঙ্গে যুক্ত থাকা অন্য মহিলারা' শিরোনামে আহমদপুরের অম্বালিকা দত্তের নাম ভুলবশত সিন্ধুবালা দত্ত হয়ে গিয়েছিল।

প্রসঙ্গত উল্লেখ করা দরকার যে, বীরভূম ষড়যন্ত্র মামলা (১৯৩৪) এবং বীরভূমে স্বাধীনতা আন্দোলনে মহিলাদের অংশগ্রহণ নিয়ে যাঁরাই কিছু লিখেছেন, তাঁরাই ওই ভুল নাম দুটির উল্লেখ করেছেন। সংশোধিত হওয়া দরকার।

এবার দ্বিতীয় পর্বে আসি। এই পর্বে বোলপুরে নকশালবাদী আন্দোলনের সূচনাপর্বে, বি. পি. এস. এফ ইউনিট যাঁরা বোলপুর কলেজে নতুন করে তৈরি করলেন, তাঁদের নাম বলতে গিয়ে একটি নামের ভুল হয়েছে। নামটি হবে প্রণীতা সিংহরায়। হয়েছিল বনীতা সিংহরায়।

ওই পর্বেই সূচনা পর্বের আগের কথা লিখতে গিয়ে একটি নামের ভুল হয়েছে। বোলপুরের রায়পুরের নারায়ণ দাস সরকার ভুল বশত নারান দাস হয়ে গিয়েছিলেন। যাঁরা সংশোধনে সাহায্য করেছেন, তাঁদের কাছে আমি কৃতজ্ঞ।

ভারতজ্যোতি রায়চৌধুরী

সাতচল্লিশ থেকে সত্তর
এবং আগে পরে

পর্ব-১

॥ বদলী দৌড় ॥

দেখা হ'ল না ক্ষিতীশদার সাথে:

সেদিনটা ৩০শে নভেম্বর, ১৯৭৩। গিয়েছিলাম দুর্গাপুর আর.ই. মডেল স্কুলের শিক্ষক আবাসনে। আমার দাদাস্থানীয় বন্ধু এবং এই স্কুলের শিক্ষক ক্ষিতীশ চ্যাটার্জীর সাথে দেখা করতে। তখন সকাল ৯টা থেকে ৯-৩০ হবে। ক্ষিতীশদা ছিলেন না। ক্ষিতীশদা তখন সবে জীবনের একটা পর্ব শেষ করে আর একটা শুরু করেছেন। জেল থেকে বেরিয়ে এসে শিক্ষকতা শুরু করেছেন। তিনি বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ে অঙ্কে মাস্টার ডিগ্রি করার সময়েই 'আরও বাম' রাজনীতির সংস্পর্শে আসেন। সি.পি.এম. রাজনীতি করতে করতেই পার্টির ওপর আস্থা হারান এবং আবদুল হালিম (ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি প্রতিষ্ঠাতাদের একজন) মারা যাবার দিন কয়েক বাদে বীরভূমের নগরী গ্রামে আরও কয়েকজনের সাথে আবদুল হালিমের স্মরণ সভায় শপথ নেন ভারতবর্ষের বিপ্লবের অসমাপ্ত কাজ তাঁরাই করবেন। সেটা ১৯৬৬ সাল। আবদুল হালিম মারা যান ৬৬ সালের ২৯শে এপ্রিল। ঐ সভায় যাঁরা ছিলেন তাঁদের মধ্যে চারটে নাম আমি জানি। মানিক চট্টরাজ, লাভপুরের কাছে ঠিবা গ্রামের রাধানাথ চট্টরাজের ছেলে। ক্ষিতীশ চ্যাটার্জী, সিউড়ির দক্ষিণে চাতরা গ্রামের ছেলে। সিউড়ির দীপ্তি রায় এবং আবদুল হালিমের ছেলে বিপ্লব হালিম। বিপ্লব যদিও তখন কলকাতার বাসিন্দা কিন্তু ওদের দেশের বাড়ি কীর্ণাহার। যাই হোক, এদের কাউকেই তখন আমি চিনি না। পরবর্তীকালে একমাত্র দীপ্তি রায় বাদে বাকিদের সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠতা হয়। দীপ্তি রায়কে আমি খুব সম্ভবতঃ এখনও চিনি না। ৬৬ সালে একমাত্র মানিকদা ছাড়া ওদের সকলেরই বয়স ছিল ২০/২২ এর মধ্যে। মানিকদাই তখন একটু বড় এবং নগরী স্কুলে মাস্টারি করেন। এরা সকলেই বীরভূম জেলার বিভিন্ন গ্রামের ছেলে। পড়াশুনা শেষ করেছে বা করবার মুখে। সংসারের দায়িত্ব কারও উপর পড়েনি তখনো। এরা মার্কসবাদ পড়ে, সি. পি. এম করে, বিপ্লবের স্বপ্ন দেখে, দীর্ঘস্থায়ী জনযুদ্ধ, হঠাৎ অভ্যুত্থান এবং সন্ত্রাসবাদী পথের মিশ্রণে এক রোমান্টিক দর্শনে বুঁদ হয়ে থাকে। মনে রাখতে হবে ৬৬ সালের এপ্রিল মে মাসে তখনো নকশালবাড়ি ঘটতে দেরি আছে এক বছর। নকশালবাড়ির স্ফুলিঙ্গ জ্বলেছিল ১৯৬৭-র ২৪শে মে। সি. পি. আই ভেঙে সি. পি. এম-এর জন্ম হয়েছে সবে দেড় বছর। সি. পি. এম-এর জন্ম ৭ই নভেম্বর ১৯৬৪। ৬৭-র ২৪শে মে নকশালবাড়ি ঘটার পর সি. পি. আই (এম. এল) জন্ম নেয় ১৯৬৯-এর ২২শে এপ্রিল। যাক, এদের কথায় পরে আসবো আবার। এখন যেখান থেকে এদের কথায় চলে এলাম, সেখানেই ফেরা যাক। ১৯৭৩ সালের ৩০শে নভেম্বর সকাল ৯টা/৯-৩০টায় আমি আর.ই. মডেল স্কুলের শিক্ষক আবাসনে গিয়ে ক্ষিতীশদাকে পেলাম না। আমি বেশিক্ষণ অপেক্ষা করতে চাইছিলাম না। কারণ, ক্ষিতীশদা সবে জেল থেকে বেরিয়েছে। আমার সাথে তার যোগাযোগ জানাজানি হ'লে, আবার তার বিপদ হতে পারে। এইখানে বলে রাখা দরকার যে বীরভূমের ৭০ আন্দোলনকে ঘিরে গ্রেফতারের সংখ্যা প্রায় ২৫০০। তার মধ্যে আমিই শেষের আগের জন। শেষ গ্রেফতার তাঁতিপাড়ার শ্যামল রায়, '৭৪-এর জানুয়ারিতে। অবশ্য এটাও ঠিক যে অন্ততঃ ৫/৭ জন গ্রেফতারই হয়নি কোনো দিন। আমাদের আঞ্চলিক কমিটির সম্পাদক ৭৫/৭৬ পর্যন্ত এলাকাতেই ছিলেন কিন্তু গ্রেফতার হননি। যাই হোক, ক্ষিতীশদা নেই। ক্ষিতীশদার সহশিক্ষকরা জানতে চাইছেন আমি কে, কোথা থেকে আসছি, কি

দরকার ইত্যাদি এবং তাঁদের সাথে গল্প করার কোনো সাধারণ বিষয়ও আমি খুঁজে পাচ্ছি না। সতর্ক থাকার মানসিক চাপ তো ছিলোই। আমি ভাবলাম আমি একটু ঘুরে আসি।

আমি এই সময়ে দুর্গাপুরকে কেন্দ্র করে ঘোরাফেরা করছি। বীরভূমের সাথে যোগাযোগ রাখছি। বীরভূমের প্রায় সকলেই গ্রেফতার হয়েছে বা মারা গেছে বা বীরভূম ছেড়ে চলে গেছে। বেশ কয়েকজনকে আমরাই বীরভূম ছেড়ে চলে যেতে বলেছি তাদের অনিচ্ছা সত্ত্বেও। ক্ষিতীশ চ্যাটার্জী গ্রেফতার হন ৭১-এর ১৪ ফেব্রুয়ারি। সঙ্গে ছিলো মিহির দে, দীপক দত্ত ও পটল মাল। সেদিনই বা একদিন আগে-পরে গ্রেফতার হন সমর মজুমদার, ধীরেন চ্যাটার্জী এবং কাজেম আলি। আলোক মুখার্জী, বীরেন ঘোষ এবং সুদেব বিশ্বাস একসঙ্গে গ্রেফতার হন মাধাইপুর থেকে ৭১-এর জুলাই মাসের প্রথম দিকেই। কিষাণ চ্যাটার্জী গ্রেফতার হন ৭১-এর নভেম্বরের প্রথম দিকে সাঁওতাল পরগণার কুন্ডহিত থানার বাহিঙ্গা গ্রাম থেকে। সরিত নাগ বীরভূম ছেড়ে চলে গেছেন ৭০ সালেই। সুশান্ত ব্যানার্জী ৭১-এর জুলাই-আগস্টের পর বীরভূমের সাথে আর কোনো যোগাযোগ রাখেননি। ৭২ সালের সেপ্টেম্বরে কলকাতার ধর্মতলায় গ্রেফতার হন এবং ৭৩-এর ২২শে জুন জেল থেকে বেরিয়ে আসেন। বেরোবার পরেও আর কোনো যোগাযোগ হয়নি। তপন কাঞ্জিলাল মুর্শিদাবাদে ছিলেন ৭২ সালের প্রথম দিক পর্যন্ত; তারপর নিজস্ব যোগাযোগে কোথাও চলে যান। গ্রেফতার হননি। প্রদ্যোৎ রায় এবং উজ্জ্বল বোস সাঁওতাল পরগণার গ্রাম ছেড়ে রাজনৈতিক মতাদর্শগত বিতর্কের চাপে এলাকা ছেড়ে চলে যান ৭২-এর প্রথম দিকেই। প্রদ্যোৎ আবার পরে ফিরে আসেন এবং গ্রেফতার হন। সমর বা অশোক ঘোষ, বীরভূম-মুর্শিদাবাদ থেকে সরে গিয়ে নদিয়াতে যান, চারু মজুমদার মারা যাবার পর, মহাদেব মুখার্জী পরিচালিত নতুন কেন্দ্রীয় কমিটিতে যান এবং ৭৩-এর প্রথম দিকে গ্রেফতার হন। এদিকে তখন সুশীতল রায়চৌধুরী মারা যান ১৩ মার্চ, ১৯৭১, সরোজ দত্ত শহীদ হয়েছেন ৫ আগস্ট, ১৯৭১ এবং চারু মজুমদার পুলিশ হেফাজতে মারা যান ১৯৭২-এর ২৮ জুলাই। অসীম চ্যাটার্জী গ্রেফতার হন ৩ নভেম্বর, ১৯৭১-এ দেওঘর থেকে। কানু সান্যাল, সৌরেন বোস, সাধন সরকাররা জেলে। সুনীতি ঘোষের সাথে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন। মতাদর্শগত বিরোধ এবং দ্বন্দ্বর একটা চাপ তো ছিলই, সে কথা এখন থাক। পরে আসবে। আমাদের বাংলা-বিহার আঞ্চলিক কমিটির সম্পাদক শ্যামসুন্দর বোস তখনো এলাকাতেই; কিন্তু সেটা বীরভূম থেকে দূরে। রাজমহল-তিনপাহাড় অঞ্চল।

আবার ১২/০৮/৭১-এ ঘটলো বরানগর কাশীপুর গণহত্যা। বীরভূমে একের পর এক পুলিশ সাজানো সংঘর্ষে হত্যা করতে থাকলো বাচ্চা বাচ্চা ছেলেদের ৭১-এর আগস্ট মাস থেকে। এইরকম একসময় সাত-আটজনের একটি দল বেশ কিছুদিন ইলামবাজার জঙ্গলে লুকিয়ে, খিদের জ্বালায় পথচারীদের কাছ থেকে বা রুটি বিস্কুটের ফেরিওয়ালাদের কাছ থেকে খাবার ছিনতাই করে খাচ্ছিল। তাদের মধ্যে সুরুলের গোকুল এবং পাঁচশোয়ার ইন্দ্রমণি ছিল। সিউড়ীতে এদের সাথে আমার যোগাযোগ হ'ল। সিউড়ী টাউন কমিটি তখনো (৭১ সালের শেষ দিক) সাংগঠনিক ভাবে বেঁচে আছে। আমি ওদের বললাম: কেবল গোকুল এবং ইন্দ্রমণি আমাদের সাথে থাক। বাকিরা নিজের নিজের ব্যক্তিগত যোগাযোগে বীরভূম ছেড়ে চলে যাক। যাবার জন্য ট্রেন ভাড়া এবং সামান্য কিছু হাত খরচ সিউড়ী টাউন কমিটি দেবে। ওদের ইচ্ছা ছিল না কিন্তু বাধ্য হয়ে রাজি হ'ল। গোকুল এবং ইন্দ্রমণি থেকে গেলো। ইন্দ্রমণি মারা যায়।[i] গোকুলের খোঁজ পাই না। ঠিক এই ভাবেই

i. বোলপুরের পাঁচশোয়ার ইন্দ্রমণি সিং এবং সিউড়ির উযু কাহার একসঙ্গে মারা যায় সাঁইথিয়া থানার কোপাই-এর কাছে মেহেরপুর গ্রামে। পুলিশের মনগড়া ঝুটা সংঘর্ষে।

রামপুরহাটের মাধব পোদ্দার, কার্ত্তিক সাধুখাঁ এবং তাঁতিপাড়ার শ্যামল রায়কে আমি পাঠাই ব্যান্ডেল কাটোয়া লাইনের হাটে হাটে পেন ফেরি করে একসঙ্গে থাকার জন্য। ব্যান্ডেল স্টেশনে একটি কন্ট্যাক্ট ছিল। তার কাছ থেকে ধারে পেন পাওয়া যেত। মাত্র ২০০ টাকা দিতে পেরেছিলাম মাধবদার হাতে। সেটা '৭২ সালের প্রথম দিক। সিউড়ী টাউন কমিটির সম্পাদক দেবীপ্রসাদ আগরওয়ালকে পাঠাই ধানবাদ— অচিন্ত্য রায়ের সংগঠনে ট্রেড ইউনিয়ন করতে। সেটা ৭৩ সালের শেষ। সিউড়ীর অমিতাভ দে সরকার, অজয় মজুমদার এবং অলক ঘোষরা নিজস্ব যোগাযোগে চলে যায়। হুগলীতে একটা যোগাযোগ রাখার ঠিকানা দেওয়া হয়েছিল। তাদের কেউই আর যোগাযোগ রাখেনি। ৭২ সালের মে মাসে অমিতাভ দে সরকার বর্ধমানে গ্রেফতার হন। ৭২ সালের ডিসেম্বরে অলোক ঘোষ আত্মসমর্পণ করেন। অজয় মজুমদার আর কোনো যোগাযোগ রাখেন না। রামপুরহাটের সুনীপ রায় কলকাতায় ঠিকাদারের অধীনে দেখাশোনার কাজ করতে থাকেন ৭৩ সালের প্রথম থেকে। আলিপুর সেন্ট্রাল জেলে কাজ হচ্ছিলো। ওখান থেকেই গ্রেফতার হয়ে ওখানেই ঢুকে যান ৭৩-এর মাঝামাঝি। গোটা বীরভূমে তখন প্রায় ৬০ জনকে পুলিশ গুলি করে মেরেছে। ৭১-এর আগস্ট থেকে ৭২-এর জানুয়ারির মধ্যে মাত্র ৬ মাসে এই হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হয়। দুই হাজারের উপর আমাদের সঙ্গী সাথীরা গ্রেফতার হয়েছে।

দুর্গাপুরে যাঁরা তখন আমার থাকার ব্যবস্থা করেছেন, তাঁরা দুর্গাপুরের স্টিল শ্রমিকদের অগ্রণী অংশ। স্টিলের এমপ্লয়িজ ইউনিয়ন (সি.আই.টি.ইউ.) ভেঙ্গে বেরিয়ে আসা একটা বড় অংশ। এঁদের মধ্যে এমপ্লয়িজ ইউনিয়নের প্রতিষ্ঠাতা সদস্য মৃত্যুঞ্জয় দাশগুপ্ত এবং পন্থজী (পুরো নাম ভুবনবিহারী পন্থ) ছিলেন। লালু বোস, অরুণ চ্যাটার্জী, বিমান মিত্র এবং আরও অনেকে ছিলেন।

আমি ক্ষিতীশদার কাছে গিয়েছিলাম, তার হাত দিয়ে বীরভূমে দুটো চিঠি পাঠাবো বলে। চিঠি দুটো আমারই পকেটে ছিল। চিঠিতে কারও নাম ছিল না। প্রিয় বন্ধু বলে সম্বোধন ছিল। কিন্তু চিঠি যে ক্ষিতীশদার হাত দিয়ে পাঠাচ্ছি এটার উল্লেখ ছিল। আমি ক্ষিতীশদাকে না পেয়ে এলাম এইট্রিন রুম হোস্টেলে। ওখানে কালোদা (মৃত্যুঞ্জয় দাশগুপ্ত)রা একটা মেয়েদের কো-অপারেটিভ চালায়। নাম ছিল সিউয়িং সেন্টার। এঁরা ডি এস পি-র (দুর্গাপুর স্টিল প্ল্যান্ট) কাছ থেকে শ্রমিকদের ইউনিফর্ম বানাবার অর্ডার নিত এবং ইউনিফর্ম বানিয়ে চুক্তি মত মূল্য পেত। নেত্রী ছিলেন শ্রীমতী মমতা চ্যাটার্জী। দুর্গাপুর স্টিলের সি. পি. এম-এর তাত্ত্বিক নেতা কানাই চ্যাটার্জীর স্ত্রী ছিলেন উনি। মমতা চ্যাটার্জী সি.পি.এম-এর সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে কালোদাদের সাথে যোগ দেন। এই সমবায়ের ক্লার্ক-কাম-অ্যাকাউন্টেন্ট-কাম সংগঠক ছিল মোহন (যগীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত)। যতীন কুরুক্ষেত্র ইউনিভার্সিটি থেকে পদার্থবিদ্যায় এম. এস. সি. করে কলকাতা সায়েন্স কলেজে নিউক্লিয়ার ফিজিক্স-এ গবেষণা করতে করতে 'আরও বাম'। যগীনের কথায় পরে আসবো। আপাতত ও মোহন। আমি মোহনের কাছে এলাম। এখানে একটু বলে নেওয়া দরকার যে কালোদারা সি.পি.এম. থেকে বেরিয়ে এসেছেন কিন্তু সি.পি.আই. (এম. এল)-এ যোগ দেননি। ওঁরা ওয়ার্কার্স কো-অর্ডিনেশন কমিটি তৈরি করেছিলেন। এস. ইউ. সি. প্রথম দিকটায় ওঁদের সাথে ছিলো। পরে বেরিয়ে যায়। যগীন বা মোহনরা বেশি বাম সংগঠন করে কিন্তু সি.পি.আই (এম.এল)-এর লোক নয়। ওদের সংগঠনের নাম এন.এল.ডি.এফ। পুরো নাম: ন্যাশনাল লিবারেশন ডেমক্রেটিক ফ্রন্ট। আমি সি.পি. আই (এম. এল)-এর লোক হিসাবেই ওঁদের আশ্রয়ে থাকি। কালোদারা এই সময় এক অদ্ভুত উদার মঞ্চ হিসাবে কাজ করছিলেন। দীর্ঘ দিনের শ্রমিক আন্দোলন করা, গণ আন্দোলন, গণ সংগঠনের লোক হিসাবে কালোদারা কোনো দিনই গণ আন্দোলন গণ সংগঠন বিমুখ সি.পি.আই (এম.এল)-

এ যোগ দিতে পারেননি। কিন্তু রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে সংগ্রামে নামা যে কোনো সংগঠনকে সাহায্য করেছেন নানাভাবে। ট্রেড ইউনিয়ন ছাড়েননি কোনো দিন। শেষ দিকে আবার একটা ট্রেডইউনিয়ন করেছিলেন, তার নাম ছিলো পি. এল. ইউ. বা প্রোগ্রেসিভ লেবার ইউনিয়ন। যার প্রেসিডেন্ট ছিলেন: ফরওয়ার্ড ব্লকের মন্ত্রী: ভক্তিভূষণ মণ্ডল।

আমি মোহনের কাছে এলাম। মোহনের সাথে কথা বলছি মোহনের অফিসে বসে। মনে হচ্ছে কেউ যেন দরজার কাছে এসে নজর রেখে সরে যাচ্ছে। যাই হোক, আমরা একটু পরে ওখান থেকে বেরিয়ে মোহনের সাইকেলটা মাঝখানে নিয়ে চায়ের দোকানে বসে দু-ভাঁড় চা খেলাম। চা খেয়ে আবার যথারীতি সাইকেলটা মাঝে নিয়ে হাঁটছি, জনা চারেক পুলিশ, বি-জোন থানার ওসি হিমাদ্রি ভট্টাচার্য্যের নেতৃত্বে এসে আমাদের ঘিরে ফেললো। ওসি হিমাদ্রিবাবু মোহনকে জিজ্ঞেস করলেন: আপনি কী মোহন? মোহন হ্যাঁ বলায়, আমাকে জিজ্ঞেস করলেন: আপনি কী দেবীয়া? আমি বললাম: আমি বিজন (বিজন নামটা কালোদার দেওয়া)। ও.সি জিজ্ঞেস করলেন: দেবীয়া কে? আমি বললাম: সেটাতো বলতে পারবোনা। মনে মনে ভাবলাম: হিমাদ্রীবাবু সেটা আমাকে জিজ্ঞেস না করে বরেনকে জিজ্ঞেস করলেই পারতেন।

বীর বরেনের বীরত্ব:

বরেনকে আমি চিনিনা। খুব সম্ভবতঃ দেখিনি কোনো দিন। শুনেছি বরেন ৭০-এর আন্দোলনের প্রথম দিকেই গ্রেফতার হয়েছিলো। পুলিশের হাতে যথেষ্ট অত্যাচারিতও হয়েছিলো। জখম অবস্থায় ও হাসপাতাল থেকে পালিয়ে গিয়েছিলো। ওর এই বীরত্বের কথা দেশব্রতীর পাতায় ছাপা হয়েছিলো। ও দুর্গাপুরের ছেলে। এই সময়ে ওকে সিউড়ী টাউন কমিটি আশ্রয় দেয়। সেবা শুশ্রুষা দিয়ে সুস্থ করে তোলে। সিউড়ী টাউন কমিটির সম্পাদক ছিলো দেবীয়া বা দেবীপ্রসাদ আগরওয়াল। দেবীয়া নিজের হাতে বরেনের ক্ষতে ব্যান্ডেজ করেছে। আমার যে হঠাৎ মনে হল, দেবীয়া কে, সেটা পুলিশ বরেনকে জিজ্ঞেস করলেই পারে; তার কারণ দুদিন আগেই মোহনের সাথে দেবীয়াকে একসাথে দেখেছে বরেন। মোহন দেবীয়াকে নিয়ে যাচ্ছিলো ধানবাদ। এ. কে. রায়দের ট্রেড ইউনিয়নের কাজে যুক্ত করে দিতে। এ. কে. রায় বা অচিন্ত্য কুমার রায় পঞ্চাশের দশকের ইঞ্জিনিয়ার, অবিভক্ত কমিউনিষ্ট পার্টির শ্রমিক নেতা। পঞ্চাশের দশকের শেষের দিকে চাকরি ছেড়ে শ্রমিক সংগঠন গড়ে তোলেন ধানবাদ অঞ্চলে। ৬৪তে সি. পি. এম-এ যোগ দেন না। নকশাল আন্দোলনেও যোগ দেননি কোনো দিন। কিন্তু নানাভাবে নকশাল আন্দোলনের কর্মীদের সহায়তা দেন ৭০এ। মার্কসিস্ট কো-অর্ডিনেশনের প্রতিনিধি হিসাবে সাংসদ ছিলেন। ঝাড়খন্ড আন্দোলনের যৌবনের দিনগুলোতে এ. কে. রায়, শিবু সোরেন এবং বিনোদ মাহাতো মিলে ঝাড়খন্ড মুক্তি মোর্চা গড়ে তোলেন। সেই সময়টা হবে ৭৫-৭৬। সেই পঞ্চাশের দশকের শেষ দিক থেকে এখনো (এই লেখার সময় পর্যন্ত) লাগাতার ট্রেড ইউনিয়ন করেন। ওঁর ট্রেড ইউনিয়নের নাম: রাজ্য কোলিয়ারি কামগর ইউনিয়ন।

যাকগে কথা হচ্ছিলো বরেনের। মোহন যাচ্ছিলো দেবীয়াকে নিয়ে। রাস্তায় দেখা হয় বরেনের সাথে। বরেন খুব উৎফুল্ল হয়ে দেবীয়াকে জিজ্ঞেস করে: আরে! কী খবর! কেমন আছেন ইত্যাদি। দেবীয়া কাটাতে চেয়েও কাটাতে পারেনা। বরেন ওদের চা খাওয়ায় এবং নিজের কথা বলে। ও বলে: সবাই এখন নব কংগ্রেস আর যুব কংগ্রেস করছে। আমিই এখনো ঠিক আছি—এইসব। সামান্য ২/৫ মিনিটের কথা। ইতিমধ্যে বাস এসে যায় এবং মোহনরা বাসে উঠে চলে যায়। মোহন দেবীয়াকে ধানবাদে রেখে ফিরে এলো এবং আসার পরের দিন মোহন এবং আমাকে পুলিশ রাস্তার

উপর ঘিরে ফেলে, মোহনকে প্রথম প্রশ্ন: আপনি মোহন? আমাকে দ্বিতীয় প্রশ্ন: আপনি দেবীয়া? বরেন, ঠিক সেই সময় তুমি কোনখানে ছিলে? হিমাদ্রিবাবু আমাকে জিজ্ঞেস করলেন দেবীয়া কে? আমার মনে হল সেটা তোমাকে জিজ্ঞেস করা উচিত ছিলো।

হিমু, চাঁদু, বিশুদা, এবং ডঃ সামন্তর গল্প :

পুলিশ মোহনকে থানায় নিয়ে যেতে চাইলো। আমাকে জিজ্ঞেস করলো বিজনবাবু আপনি থাকেন কোথায়? আমি বললাম: অশোক এভিনিউ। প্রশ্ন: কী করেন? উত্তর: দাদার ঘাড়ে বসে খাই। দাদা কে, কী করে, এসব জিজ্ঞেস করার আগেই আমি মোহনকে বললাম: ঠিক আছে মোহন। তুমি ঘুরে এসো। বিকালে দেখা হবে। নাও একটা সিগারেট খাও। ওকে সিগারেট ধরিয়ে দিয়ে আমিও ধরালাম এবং উল্টো দিকে পা বাড়ালাম। হিমাদ্রিবাবু আমার বাচালতা প্রায় মেনেই নিয়েছিলেন। হঠাৎ তাঁর মাথায় কী হ'ল, বললেন: না আপনিও একটু চলুন। দু-চারটে কথা বলেই ছেড়ে দেবো। আমি বললাম: যাকে আপনার দরকার নিয়ে যান না। আমায় ছাড়ুন। লাভ হ'ল না।

আমি জানতাম: আমায় না পেলে পুলিশ মোহনকে কিছুই করতে পারবে না। আমায় পেলেও খুব একটা কিছু করতে পারবেনা— যদি পকেটের চিঠি দুটো না পায়। তাই সিগারেট দেশলাই বার করার এবং ঢোকাবার সময় চিঠি দুটো দুমড়ে মুচড়ে দলা পাকিয়ে পকেটের এককোণে গুঁজে দিয়েছি ইতিমধ্যে। কিন্তু, বার করে ফেলতে পারছি না। পকেট থেকে বার করে ছিঁড়তে পারছি না। এখনো আমার প্রতি সন্দেহ যথেষ্ট হয়নি, এটা করলে সন্দেহ প্রগাঢ় হবে। কাছেই থানা। দু-মিনিটেই পৌঁছে গেলাম। থানায় ঢুকেই হিমাদ্রিবাবুর প্রথম অর্ডার: সার্চ। সার্চ আর কী করবে, বোমা পিস্তল কিছুই নয়, পেলো দুটো চিঠি। আমি আগেই বলেছি চিঠি দুটোর কোনোটাতেই প্রাপকের নাম নেই; কিন্তু যাঁর হাত দিয়ে পাঠাচ্ছি, তাঁর নাম আছে। তিনি ক্ষিতীশদা। চিঠি দুটো পড়ে কিছুই বোঝা যাচ্ছে না। একটা চিঠি পড়ে তো মনে হচ্ছে কোনো উপন্যাসের পাতা, প্রেসে যাবে ছাপবার জন্য। আর একটা চিঠি থেকে বোঝা যাচ্ছে যে আমি সি.পি.আই (এম. এল) করি এবং বীরভূমে ৭০ আন্দোলনের সংগঠকদের একজন। চিঠি দুটোর একটাতেও প্রেরক হিসাবে আমার নাম নেই। আমি পুলিশকে বলেছিলাম আমার নাম বিজন। চিঠি দুটোর একটাতেও প্রেরক হিসাবে বিজনের নাম ছিলো না। একটাতে ছিলো সঞ্জয় অন্যটাতে অশোক। অশোক নামটা এখনো বেঁচে আছে। এবং অশোক বলেই এখন আমায় বেশির ভাগ লোক ডাকে। হিমাদ্রিবাবু চিঠি দুটো পড়ে বললেন: চিঠি লিখছে দু-জন, হাতের লেখা এক। জিজ্ঞেস করলেন: পত্র লেখক কে? আমি কোনো ভূমিকা না করেই বললাম: আমি। হিমাদ্রি অযথা চিৎকার করে উঠলো: তোর কটা নাম রে শালা! (হিমাদ্রিবাবুকে হিমাদ্রি বললে কোনো ক্ষতি নেই কেননা পরে জানা গেছে যে ওঁর কাকারা আমার বৈদ্যবাটী বি.এম. ইনস্টিটিউশনের স্কুলের বন্ধু। কাকারা সবাই বাম রাজনীতির লোক।) আমি বললাম: অনেক! একটা নাম রেখেছে বাবা, একটা পিসি, একটা ঠাকুমা, ইত্যাদি (আমার মনে পড়ছিলো ঠাকুমার সুর করে পড়া শ্রীকৃষ্ণের অষ্টোত্তর শতনাম : বসুধা রাখিল নাম যদু বাছাধন। গজহস্তি নাম রাখে শ্রী মধুসূদন।।) হিমাদ্রি টেবিলে ঘুসি মেরে অত্যন্ত জোরের সাথে জিজ্ঞেস করলেন: পার্টি কোন নামটা রেখেছে? আমি: যার এতগুলো নাম, — তার আবার আলাদা নাম রাখার দরকার কী?

শুরু হল মার। পাশের ঘরে। দেখতে সুন্দর। বয়সে আমার থেকে সামান্য বড়। মনে হচ্ছিলো, নতুন এসেছে পুলিশে। কারণ: যত না মারছিলো লাঠির বাড়ি, তার থেকে চেঁচাচ্ছিলো বেশি।